ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩৭ / কলাম ১৩.....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে পরিস্থিতি উপাচার্যকে রুটিন কাজ চালানোর পরামর্শ

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস ছাড়া, শিক্ষকদেরকে লাগাতার হুমকি

আবু নোমান মজীব, রাবি থেকে : ক্ষমতার পটপরিবর্তন হতে না হতেই পাল্টে গেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিবেশ। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে পরিবর্তনের আতঙ্ক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। এ অবস্থা শুরু হয়েছে যেদিন থেকে বিএনপি-জামাত সমর্থিত শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, কর্মচারী সংগঠন ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করে।

এরই ধারাবাহিকতায় বিএনপি ও শিবির সমর্থিত শিক্ষকবৃন্দ উপাচার্য দপ্তরে গিয়ে শুধুমাত্র রুটিনওয়ার্ক ব্যতীত অন্য সকল কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উপাচার্য প্রফেসর সাইদুর রহমানকে চাপ দিয়েছে। যে কারণে সিন্ডিকেট বৈঠক স্থগিত রাখতে বাধ্য হন উপাচার্য। পিছিয়ে যায় ভর্তি কার্যক্রম থেকে শুরু করে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অন্যদিকে ছাত্রদলও ক্যাম্পাসে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কর্মসূচি দেওয়া শুরু করেছে। তারা ভিসির পদত্যাগের দাবিতে প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে ১০ দিনের আলটিমেটাম প্রদান করে। এ ছাড়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাসে ছেড়েছে। তারা শিবিরের হামলার ভয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারছে না।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে যে বিষয়টি প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে তা হলো প্রশাসনের সম্ভাব্য পরিবর্তন। সবার মুখে মুখে ফিরছে পরবর্তী উপাচার্য কে হচ্ছেন। এ ছাড়া উপউপাচার্য, প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন পদে পরিবর্তনেরসমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে উপাচার্যসহ এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের জন্য বিএনপিপন্থী ও শিবিরপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়েছে হাজার লবিং।

এ বিষয়ে বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তার সময়কালে ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। সেশনজট কমে এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে যদি নির্বাচিত উপাচার্যকে সরিয়ে নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয় তা হবে ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টবিরোধী।

এদিকে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষের শিক্ষকদেরকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। তাদেরকে ফোনে বিভিন্ন সময়ে অশ্লীল ভাষায় হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সমাজবিজ্ঞান অনুষদের একজন শিক্ষক ভোরের কাগজকে জানান, গত ৭ তারিখ তাকে ফোনে এ ধরনের হুমকি প্রদান করা হয়।